

ঢাকা বোর্ডের মানোন্নয়ন পরীক্ষা প্রসঙ্গে

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, শাখা-৪ এর ১০-৮-৮৮ই তারিখের বিজ্ঞপ্তির ঘ-দফা মোতাবেক মাধ্যমিক (এস,এস,সি) পরীক্ষায় পাস করিবার পর কলেজে একাদশ শ্রেণীতে ভর্তির সময় ছাত্র-ছাত্রীদেরকে মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রাপ্ত মার্কসীটের মূল কপি কলেজ কর্তৃপক্ষের কাছে জমা দিতে হইবে। কলেজ কর্তৃপক্ষ এই মূল মার্কসীটের উপর ভিত্তি করিয়া ছাত্র-ছাত্রীদের ভর্তি করিবে। কলেজ কর্তৃপক্ষ ভর্তিকৃত ছাত্র-ছাত্রীদের মূল মার্কসীট নিজেদের দায়িত্বে সংরক্ষণ/হেফাজত করিবে। শুধুমাত্র ছাত্র-ছাত্রীদের অন্য কলেজে বদলি বা উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় পাসের পর কলেজ কর্তৃপক্ষ মূল সার্টিফিকেট সংশ্লিষ্ট ছাত্র-ছাত্রীদের ফেরত দিবে। অথচ মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তিতে (দৈনিক আজাদ, বুধবার, কাপ্তিক ২, ১৩৯৫) বলা হইয়াছে যে, মনোমুগ্ধনে ইচ্ছুক পরীক্ষার্থীদের দাখিল করিয়া জমা দিবার নিয়ম যথা

“মনোমুগ্ধনে ইচ্ছুক পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষার দাখিল করনের সংগে ১৯৮৮ সালের মাধ্যমিক পরীক্ষার মূল প্রবেশপত্র এবং মূল নম্বরপত্র অবশ্যই সংযোজন করিতে হইবে। প্রকাশ থাকে যে, উল্লিখিত বিধিমালা যথাযথভাবে অনুসৃত না হইলে সংশ্লিষ্ট পরীক্ষার্থীর দাখিল করণ গণ্য হইবে এবং ইহার জন্য বোর্ডকে দায়ী করা যাইবে না।”

এখানে দেখা যাচ্ছে, যে সকল ছাত্র-ছাত্রী একাদশ শ্রেণীতে ভর্তি হইয়াছে তাহারা মানোন্নয়ন পরীক্ষা দিবার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হইতেছে। অপরদিকে যশোর বোর্ডের (দৈনিক ইনকিলাব, রোববার, ১৩ অগ্রহায়ণ, ১৩৯৫) বিজ্ঞপ্তিতে মানোন্নয়ন পরীক্ষার্থীদের জন্য নির্ধারিত আবেদনপত্র যথারীতি পূরণ করিয়া ১৯৮৯ সালের সিলেবাস অনুযায়ী মানোন্নয়ন পরীক্ষার্থী হিসাবে অংশগ্রহণ করিতে পারবে। এইরূপ পরীক্ষার্থীদের মানোন্নয়ন হইলে তাহারা পুরাতন নম্বর ও সার্টিফিকেট বোর্ডে জমা দিয়া নতুন নম্বরপত্র সার্টিফিকেট পাইবে।

আমরা উল্লেখযোগ্য সংখ্যক

ছাত্র-ছাত্রী মূল নম্বরপত্র কলেজে জমা দিয়া একাদশ শ্রেণীতে ভর্তি হইয়া মানোন্নয়ন পরীক্ষা দিবার সুযোগ থেকে বঞ্চিত। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা কর্তৃপক্ষ সমীপে একান্ত অনুরোধ যশোর বোর্ডের ন্যায় মূল নম্বরপত্র মানোন্নয়ন পরীক্ষা দিবার সুযোগ দেয়া হউক অথবা কলেজ থেকে মূল নম্বরপত্র সাময়িকভাবে ফেরত দিতে অনুমতি দেয়া হউক।
সিরাজ-উদ্-দৌল্লা (রাজন মেহেনী)
ক্রমিক নং ৮৭২
একাদশ শ্রেণী (বিজ্ঞান)
সাতার কলেজ, সাতার, ঢাকা।